প্রথম আলো

তারিখ 22 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

সহশিক্ষা চান গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

আজিমপুরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে সহশিক্ষা (কো-এডুকেশন) চালুর দাবি জানিয়েছেন কলেজের ছাত্রীরা। গতকাল বুধবার এ দাবিতে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

একই দাবিতে বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত কলেজের প্রধান ফটকে তালা দিয়ে ভেতরে বিক্ষোভ করেন ছাত্রীরা। এর আগে তাঁরা একাধিকবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দাবি করে আন্দোলন করেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়ায় তাঁরা ইনস্টিটিউট হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে নতুন দাবি জানালেন।

আন্দোলনরত একাধিক ছাত্রী বলেন, কয়েক বছর ধরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি আলাদা ইউনিটের অধীনে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করে। কিন্তু পরীক্ষার বাইরে এর কোনো দায়-দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেয় না। প্রতিষ্ঠানের বেতন, হোস্টেল ফিসহ সবকিছু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এসব সমস্যার সমাধানে তাঁরা সব বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করে কলেজটিকে ইনস্টিটিউট করার দাবি জানিয়ে বলেন, তাঁরা জানতে পেরেছেন, কলেজে সহশিক্ষা না থাকায় (শুধু ছাত্রীরা পড়েন) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজটিকে ইনস্টিটিউট করতে পারছে না। এমন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা এই কলেজে ছাত্রদেরও ভর্তি করার দাবি জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, ছাত্রীরা তাঁকে বলেছেন, সারা বিশ্বেই গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়টি শুধু নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাই তাঁরা চান, এখানে সহশিক্ষা চালু হোক। কিন্তু এবার তাঁরা ইনস্টিটিউটের দাবির কথা তাঁকে বলেননি। এটি ইনস্টিটিউট হওয়ার কোনো শর্ত কি না, জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, 'এটা সত্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ-ইনস্টিটিউটে ছেলেমেয়ে সবাই পড়তে পারে। সেখানে এটি ব্যতিক্রম।'

শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপিটি সংযুক্ত করে কলেজের অধ্যক্ষ শামসুন্নাহার শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনের কাছে পাঠিয়েছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, এই কলেজে ১৯৬১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। বর্তমানে কলেজের ছাত্রীরা কো-এডুকেশন চালুর ব্যাপারে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছে।

শামসুন্নাহার বলেন, ছাত্রীদের চাপে তিনি স্মারকলিপিতে সই করেছেন। তবে এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সায় নেই। এতে কলেজটির ঐতিহ্য নষ্ট হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।